যুগান্তর

19 MARCH 1984

ভরতনাট্যমের একটি বিশেষ ভঙ্গিতে প্রিয়দর্শিনী ঘোষ

প্রিয়দর্শিনী

ভরতনাট্যম শেখা অধুনা যেন এক ধরনের ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। শারীরিক সৌন্দর্য থাকুক বা না থাকুক, পাঁচসাতটি মুদ্রাকে হস্তগত করেই ভরতনাট্যমের আসরে নেমে আসাটা এখন রেওয়াজ। ক'জন শিক্ষার্থী আর মনে রাখেন যে নৃত্যের সঙ্গে অন্তরের যোগ না ঘটলে নৃত্যশিল্পী হওয়া যায় না? কঠোর অনুশীলন, নিষ্ঠা, নিয়মানুবর্তিতা এবং অনুগতপ্রাণ না হলে ভরতনাট্যমের সঙ্গে সংগীতের প্রাণসঞ্চার করা প্রায় অসম্ভব।

সেই অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলার এক অভাবিত অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হওয়া গেল তরুণী প্রিয়দর্শিনী ঘোষের 'অরঙ্গেত্রম' দেখে। আট বছরের অনুশীলনকে পিঠে বেঁধে বেশ শক্ত পায়ে ১৯ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় বিদ্যামন্দিরের মঞ্চটিকে তিনি ঘণ্টা দুয়েকের জন্য মন্দিরের পবিত্রতা ও গাম্ভীর্য দিয়ে ভরিয়ে তুলেছিলেন যেন। থাঙ্কোমনি কুট্টির ছাত্রী প্রিয়দর্শিনী। নৃত্যসন্ধ্যাটি পরিচালনাও করেছিলেন তিনি। প্রিয়দর্শিনীর বেতের মত শরীর বড় কোমল ও নমনীয়। প্রতিটি মুদ্রাকে জীবন্ত করে তুলতে তিনি শরীরকে ভাইনে বাঁয়ে, সামনে পিছনে শিল্পময় ভঙ্গিতে মচড়ে নিতে পারছিলেন অনায়াস ভঙ্গিতে। প্রিয়দর্শিনীর নাচের আরও একটি বড় প্রসাদগুণ হলো তাঁর অভিনয়ের নৈপুণ্য। ছোট্ট বৃত্তের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ না রেখে সারাটা মঞ্চকে তিনি ব্যবহার করেছেন সাবলীলভাবেই।

প্রিয়দর্শিনী 'অরঙ্গেত্রম' শুরু করেছিলেন 'নটনাঞ্জলি' দিয়ে। দেবতাপ্রণামের প্রথম আইটেমেই তিনি স্ফুরনের বীজকে প্রকাশ করেছিলেন। পরে জাথিস্বরম, নরয়ানীয়ম এবং থিল্লানায় নিজেকে ধীরে ধীরে বিস্তৃত করে জানিয়ে দিলেন ভরতনাট্যমে তিনি প্রথম শ্রেণীর শিল্পী হবার সম্ভাবনা নিয়েই এসেছেন। সন্ধ্যার দ্বিতীয় পর্যায়ে দেখানো হয় মোহিণীআট্টম। শ্বেত শুভ্র পোশাকে প্রিয়দর্শিনীকে শ্যামলা লাগছিল মন্দির সেবায় উৎসর্গ দেবদাসী। তাঁর নাচেও ছিল আন্তরিকভাবে নিবেদনের ভঙ্গিমা। 'চোলকেট্টু'তে সে ছন্দোময়, প্রাণবান উচ্ছল স্রোতস্বিনীর মত। এই পর্বে কে - কেশবনের 'এডারা' নামের দক্ষিণী মৃদঙ্গটি অভাবনীয় এক মাত্রা যোগ করেছে প্রিয়দর্শিনীর নাচে। 'পদম' এবং থিল্লানায় এডারার অমন সহযোগিতা না থাকলে কি হতো বলা মুশকিল। লক্ষ্মী নারায়ণস্বামীর গানও শিল্পীকে সাহায্য করেছে অকৃপণ ভঙ্গিতে। প্রিয়দর্শিনীর অরঙ্গেত্রম সত্যিই হয়ে উঠেছিল দর্শনীয়।

নির্মল ধর